# রবীন্দ্রনাথ : প্রতিভার শোচনীয় অপচয় ( সমাপ্ত)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় তীব্রগভীর মানবিক আবেগের শরীরে পরিয়ে দিয়েছেন অভাবীত শিল্প নিপূনতার বুননে গাঁথা ভাষার পোষাক; মানুষের সাথে বিশ্বপ্রপঞ্চের যারপরনাই ঐকতানিক মিলন এমন তীব্রভাবে কোন সাহিত্যিক ঘটাতে পারেনি। বিশ্ব-মানব গীতিকালোকের ঐকতানিক সুর বিরামহীন অভিনবত্বে তাঁর রচনা থেকে ঝংকৃত হয়ে প্লাবিত ক'র দিয়েছে শীল্পকলামোদীদের চেতনা আনন্দের জোয়ারে; তাঁর অধিকাংশ রচনা আধার-আধেয়ের পরম মিলনের এক বিস্ময়কর নিদর্শন; অধিকাংশ চেতনা বৈশ্বিক; কিন্তু মানব প্রজাতীর এই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিটি শোচনীয় ভাবে হতাশ করেছেন মানবতাবাদি মুক্তচিন্তাচ্চর্কারীদের। তিনি যদি প্রথাগত অপবিশ্বাসকে মহিমান্বিত করার কাজে মেধার অপচয় না করে রহস্যমুক্ত সত্য উদঘাটনে চালীত করতেন নিজের মননশীলতাকে; ভাঙতে ব্যাপ্রত হতেন ক্ষতিকর প্রথার পৌরনিক মহিমা তাঁর অসামান্য প্রতিভাধর লেখনিতে, তবে তাঁর জ্ঞানের শিখার ভিবায় আধুনিক বাঙালী সমাজের মনন আলোকিত হতো; এমনভাবে অপচয় হতোনা এমন বিস্ময়করূপে উজ্জল সৃষ্ঠিশীল প্রতিভার। বাঙালি শিক্ষিত সমাজ বেশ এগিয়ে যেতো রহস্যমুক্ত নির্মোহ সত্য উদঘাটনের মুক্ত চিন্তায়। একথা ঠিক যে তিনি ছিলেন আপাদশীর মানবতাবাদী, তবে হয়তো ভীত ছিলেন যে সেকুলার চিন্তা বা প্রথাবিরোধী আবেগ তাঁর রচনাকে আশ্রয় করলে প্রথাগত পাঠক সমাজ তা প্রত্যাখান করবে; তখনো বাঙালি পাঠক সমাজ প্রথায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেই স্বস্তিপেত; শিল্প সাহিত্যের সকল অংগনে দেখতে পছন্দ করতো প্রথার শীল্প সুন্দর আবেগিক অলংকৃত মোহনীয় রূপ; কবিতা উপন্যাস গানে শুনতে চেতো সেসব কথা যা তাদের বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূন,´তীব্র আক্রান্ত হতেন লেখক তাঁর রচনায় এর সামান্য ব্যতয় ঘটালে - যে অবস্থা থেকে আজো আমরা মুক্ত নই। কখনো কখনো তাঁর ভেতরে ফল্গু ধারার মতো বয়ে চলতো প্রথা ভাঙ্গার এক তীব্র আবেগিক স্রোত, যার ঢেউ মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে উপচে পরতো তাঁর কোনো কোনো রচনার পটভূমি। রবীন্দ্রনাথের স্রেষ্ঠ উপন্নাস 'গোরাায়' ধরা পড়ে সনাতনী হিন্দুসমাজের প্রথার বিপক্ষে তার শ্রদ্বার রূপটি; গোরা র অন্ধ ধম ও স্বজাতী দ্বাম্ভীকতার আপাতদৃর অটল অহমিকাকে নিশেঃষ আত্মসমর্পন করান সুচরিতার অটল মানবতাবাদী নাস্তিক পিতার করকমলে। অনুরূপভাবে তাঁর কতিপয় ছোট গল্পে নাস্তিকদের চরিত্র তিনি বেশ সফলতার সাথেই একেছেন; কিন্তু কোথাও কোথাও তাঁদের পরাভূত করেছেন রহস্যের পদপ্রান্তে। পযর্বেক্ষন ক্ষমতার যে স্নায়ুছেড়া তীব্ররূপ দেখি ব ট্র্যান্ড রাসেলের' কেন আমি খ্রিষ্টান নই' বা টমস পেইন-এর ***যুক্তির যুগ*** কিংবা জন স্টুয়ার্ট মিল-এর ***নারীর অধীনতা ও স্বাধীনতা*** বইতে তার চেয়ে অনেক তীব্রও গভীর বীক্ষন ক্ষমতা

রবীন্দ্রনাথের ছিলো। *'গোরা'* উপন্যাসে তিনি যখন গোরার মুখে স্বজাতী দ্বান্তীকতার পক্ষে যুক্তি দেন মনে হয় এমনটি আর হয়না; আবার সুচরিতার মুখ থেকে যখন গোরার বিপক্ষে যুক্তি দেন তখন মনে হয় এটিই শেষ কথা-চুড়ান্ত অখন্ডনীয় যুক্তি। হুমায়ুন আজাদ বলেছেনঃ ***'রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা, আবেগতীব্রতা ও রূপময়তার জন্যে মাঝে মাঝে যা বিশ্বাস করি না তাও আমাকে অভিভূত করে,শিউরে দেয়।'*** এতই আন্তরিক আর তীব্র আবেগীকতাঁয় পূন´পরম সত্তায় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর অধিকাংশ রচনা। একথা ভাবতে অবাক লাগে যে কি করে তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন তথাকথিত পরম সত্তার মহিমা কীতর্ন করে। সামান্য যুক্তির বাতাসে যে - প্রথার বিশাল অট্টালিকার ভিত্তি ধ্বসে পড়ে সে-প্রথা কোন সুধায় বেঁচে রইলো তার অসামান্য যুক্তিপূন র্মনোভূমিতে? তার সামনে কি ছিলোনা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ-এর বিশাল প্রথা বিরোধী মানবিক কালজয়ী কীতির্র উজ্জল দৃষ্টান্ত? তবে কি তিনি ছিলেন শুধু কবিযষোপ্রাথী?র না, একথা বলা যাবে না। তার গানঃ এসেছোকি হেথা যষের কালী/কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালীতে কবিযষোপ্রাথীর্তার বিপরীত আবেগই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি পাথির্ব শক্তিমানদের পুজোরী ছিলেন না কখনো; ছিলেন আপাদশীর মানবতাবাদী। যুক্তরাষ্ট্রে দাড়িয়ে ***'মাকীনীরা যথেষ্ট পরিমানে মানবিক নয়'***- বলে ঘোষনা দিয়েছিলেন; সঙ্কীন´জাতীয়তাবাদের উধে´ছিলেন তিনি; কামনা করেছেন এমন দেশের: ***'Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls'***। তিনি প্রত্যাশা করেছেন এমন মনীষার ***'Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit; Where the mind is lead forward by thee (??) into ever-widening thought and action;*** কিন্তু এসবই তিনি পেতে চেয়েছেন পরম সত্তার কাছ থেকে; এবং চচা´করেছেন এর বিপরীত আবেগের। তাঁর যুক্তির স্বচ্ছ ধারা বিভ্রান্তহয়ে পথ হারিয়েছে মরুভূমির ধূসর বালুকা আর অভ্যাসগত প্রথার কোঠরে। যে বিভায় আপ্লুত হই মিল বা রাসেল বা টমাস পেইন বা আহমেদ শরীফ বা হুমায়ুন আজাদের রচনা থেকে বিচ্ছুরিত আলোতে তা শোচনীয় ভাবে অনপুস্হিত রবীন্দ্র রচনায়। জ্ঞানের ও যুক্তির উজ্জল আলো জালানোর বারুদ তার মস্তিষ্কে সংরক্ষিত থাকা সত্যেও তিনি প্রথার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লন্ঠন জেলে রহস্য মুক্ত করেনি চির রহস্যময়ী ধমীর্য় পৌরনিক উপকথার! তাঁর সব রচনার নিযার্স একত্রে করে যে সুধা পাই তাতে নান্দনিক রসের প্রাচুয্য´মেলে, বিষ্ময়করূপে উজ্জল ভাষার রাজ্য মেলে; কিন্তুরহস্যমুক্ত সত্য উদঘাটনের জন্যে যথাথ র্মানসিক বিকাশের আবশ্যিক পুষ্টিকর মুক্ত চিন্তা মেলে না। তিনি মুক্ত হতে পারেননি ধমীর্য় লোভ ও ভয়ের ঈন্দ্রজাল থেকে, যদিও পেরিয়ে গেছেন জাগতিক লোভের গন্ডি বেশ সফলতার সাথে। ***আমরা হারিয়েছি এক সম্ভাব্য নাস্তিককে, যিনি স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিয়েছেন পৌরনিক ধমে র্র কালো***

*যমুনায়, ঠকিয়েছন ও ঠকেছেন আমাদেরকে ও নিজেকে; তবুও তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি, উপন্যাসিক, ছোটগল্প রচয়িতা, নাট্যকার, গিতীকার; বাঙলা সাহিত্যকে যিনি সমৃদ্ধ করেছেন, কয়েকশত বছেরর জন্যে সামনে এগিয়ে দি'য়ে বিশ্বসাহিত্যের বিশাল ভীড়ে দৃপ্ত পদচারনা ঘটিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যের।*

শাহাদাত ( দুবাই)